

## একটি মানবিক আবেদন

বাংলাদেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, ডঃ শাহ এ.এম.এস. কিবরিয়াকে হত্যার পর কিবরিয়া পরিবার আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবীসহ হত্যাকারীদের বিচার চেয়ে বিভিন্ন সভা-সমিতি, পদযাত্রা ও ইন্টারনেট ক্যামপেইনের আয়োজন করেছেন এ যাবৎকাল। কিবরিয়া হত্যার বিচার একদিন না একদিন হবেই। বিচারে হয়ত সাজাও হবে দোষী ব্যক্তিদের। কিন্তু আসমা কিবরিয়া তার স্বামীকে কোনদিন আর ফিরে পাবেননা। যেমন করে ফিরে পাবেননা ডঃ রেজা কিবরিয়া কিম্বা ডঃ নাজলি কিবরিয়া তাদের বাবাকে।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক জঙ্গী হামলার অন্যতম আসামী, সানি দীর্ঘদিন পুলিশ রিমাণ্ডে থাকার পর তার জবানবন্দীতে ১৭ই আগস্টের পরিকল্পিত বোমা হামলার অর্থ জোগানদাতা হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক, শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ'র নাম উল্লেখ করেছে। এর আগে দীর্ঘদিন পুলিশ রিমাণ্ডে থাকার পর গোপালগঞ্জের মুফতী হান্নান তার জবানবন্দীতে টুঙ্গীপাড়ায় শেখ হাসিনার উপর বোমা হামলার পরিকল্পনাকারী ও অর্থ জোগানদাতা হিসেবেও শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ'র নাম উল্লেখ করে।

শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ'র পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি বঙ্গবন্ধুর পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সাথে শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ'র কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। গোপালগঞ্জের আপামর জনতাসহ আওয়ামীলীগের উচ্চ পর্যায়ের সকল নেতানেত্রীদের কাছেও এ বিষয়টি সুবিদিত। এমতাবস্থায়, শেখ হাসিনার উপর বোমা হামলার পরিকল্পনাকারী কিম্বা দেশব্যাপী জঙ্গী হামলার অর্থ জোগানদাতা হিসেবে পরিকল্পিতভাবে শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহকে জড়ানোর অপচেষ্টা কেন করা হচ্ছে, দেশের বর্তমান রাজনীতির প্রেক্ষাপটে তা বোধগম্য না হওয়ার কোন কারণ নেই।

কিছুদিন আগে এক জনসমাবেশে শেখ হাসিনা দেশব্যাপী বোমা হামলার সাথে শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহকে জড়ানোর অপচেষ্টা ও চক্রান্তের বিষয়ে সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেন। এছাড়া বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে ক'দিন আগে কেন্দ্রীয় প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় যেখানে শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহসহ আওয়ামীলীগের উচ্চ পর্যায়ের নেতারা অংশগ্রহণ করেন এবং দেশব্যাপী জঙ্গী হামলা ও টুঙ্গীপাড়ায় শেখ হাসিনার উপর বোমা হামলার সাথে শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহকে জড়ানোর অপচেষ্টা ও চক্রান্তের বিষয়ে নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেন।

সম্প্রতি, শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ও তার পরিবারের সকল সদস্যের টেলিফোনগুলি ট্যাপ করা হয়েছে। তার গুলশানের বাসভবনের আশপাশে অপরিচিত অসংখ্য যুবকদের আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর মধ্যে কেউ কেউ ডি.বি. পুলিশ ও র‍্যাব সদস্য হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিলেও, পোষাক-আষাক ও কথাবার্তায় তাদের অনেককেই সন্ত্রাসী ও ক্যাডার বলে মনে হয়েছে। ইতোমধ্যে আমেরিকান দূতাবাসের কয়েকজন উর্ধতন কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ও তার পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তার গুলশানের বাসভবনে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলে যে কোন শর্তে তা না হতে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে যুবকদের পক্ষ থেকে। গুলশানের বাসভবনে বসবাসকারী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ'র পরিবারের প্রতিটি সদস্য নিদারুণ শংকা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে যেতে ভয় পাচ্ছে। আমার স্ত্রীসহ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ'র পরিবারের যে দু'জন মানুষ নর্থ আমেরিকায় বসবাস করছেন, তারা নিদারুণ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। গত ক'দিনে আমার স্ত্রী তার পরিবারের সাথে যতবার ফোনে কথা বলেছেন, ততবারই দু'পক্ষ থেকেই কান্নাকাটি হয়েছে।

বিশেষ করে, ইতোমধ্যে শায়ক আব্দুর রহমান ধরা পড়ার পর তাকে সাংবাদিকদের সাথে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সরাসরি পুলিশ রিমাণ্ডে পাঠিয়ে দেয়ায় শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ'র পরিবারের পক্ষ থেকে আশংকা করে হচ্ছে যে, শায়ক আব্দুর রহমানকে দিয়ে যে জবানবন্দী দেওয়ানো হবে, তাতেও হয়ত শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহকে ১৭ই আগষ্টের বোমা হামলার সাথে জড়ানোর প্রচেষ্টা করা হতে পারে।

হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চক্রান্ত করে শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ'র মত একজন নিরীহ রাজনীতিককে বোমা হামলার সাথে জড়ানোর যে অহেতুক প্রচেষ্টা করা হচ্ছে এবং তারই ফলস্বরূপ তাকে ও তার পরিবারকে যে হয়রানি, আতংক, অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়েছে, গণতন্ত্র চর্চাকারী একটি স্বাধীন দেশে তা কোনভাবেই কাম্য নয়। এ বিষয়ে আমি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, তথা বাংলাদেশ সরকার ও সমগ্র দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**আব্দুর রহমান আবিদ**

নিউ জার্সী, ইউ.এস.এ.

৩রা মার্চ, ২০০৬